রণাঙ্গনের চিঠি

চিঠি সংগ্রহ ও m¤úv`bv
সি এম তারেক রেজা

আমাদের জাতীয় জীবনে যে কয়টি অর্জন রয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। এটি অর্জন করতে এ জাতিকে দিতে হয়েছে সর্বক্ষেত্রেই অপরিসীম gj¨। যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন এবং অকাতরে শহীদ হয়েছেন তা অতুলনীয়। কী ছিল সে দিনের মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিকতা? এসবের কিছুটা বোঝা যাবে রণাঙ্গন থেকে পাঠান তাঁদের চিঠি পড়ে। বোঝা যাবে তাঁরা স্বাধীনতার প্রশ্নে কতটুকু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। অপর দিকে cwK¯—wb দালাল কিছু সংখ্যক রাজাকার, আলবদর ও আলশামস এবং kwš— ewnbx সদস্যরা কি মানসিকতা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল তা বোঝা যাবে তাদের চিঠি থেকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বাধীনতা লাভে ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতার কাছে সামনে সে দিন আর কিছু দাঁড়াতে পারেনি। জয় হয়েছিল দেশপ্রেমের। নতুন প্রজন্মকে এ নিয়ে ভাবতে হবে।

মা'কে লেখা শহীদ ওমর dvi"‡Ki চিঠি

শহীদ ওমর dvi"K মুক্তিযুদ্ধের সময় cwK¯—vb বিমান বাহিনীতে চাকুরীরত ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে পালিয়ে আসার ইংগিত দিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ জুন তাঁর মাকে ও অন্যদের চিঠি লিখেন। চিঠিগুলো মোঃ জাহাঙ্গীর থেকে পাওয়া।

From
dvi"K
১০-৬-৭১

মা,
আমার সালাম ও কদমবুছি রহিল। আব্বার কাছেও Z`"c রহিল। আপনারা কি রকম আছেন জানি না। মেয়াভাইর wPšÍvq আমি বড়ই উদ্‌গ্রীব। মায়ের অসুখ এবং অবস্থা খারাপ থাকায় ছেলেদের অবস্থা যতটুকু ঠিক কতটুকু আছে। বেশী wPšÍv করিবেন না। †gv¯—dvi ভাইটা এখনও জীবিত আছে। তবে শিঘ্রই †gv¯—dvi ভাই বিলাত যাত্রা করিবে। দোয়া করিবেন যেন তার আশা cY করে

বাবাকে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলামের চিঠি

৮ আগস্ট ৫নং সেক্টরের বড়ছড়া সাবসেক্টরের সাচনা জামালগঞ্জে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। বীর যোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম একটি মাত্র প্লাটুন নিয়ে পাকবাহিনীর সুরক্ষিত ঘাঁটি সাচনা আক্রমণ করেন। সুসংগঠিত পাকবাহিনীর আধুনিক A‡¯¿i মুখে মুক্তিযোদ্ধাদের টিকে থাকাই ছিল অসম্ভব। এমন পরিস্থিতিতে সাহসী কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম সহযোদ্ধাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়ে নিজে কয়েকটি গ্রেনেড নিয়ে ক্রলিং করে kÎ" বাংকারের দিকে এগিয়ে যান। kÎ"i দুটি বাংকারে গ্রেনেড চার্জ করার আগ gn‡Z kÎ"c‡¶i এলএমজির বুলেট বিদীর্ণ করে দেয় তার দেহ। তিনি শহীদ হওয়ার কিছু দিন আগে ৩০ জুলাই টেকেরহাট থেকে বাবাকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। বয়সে Zi"Y দেশপ্রেমে সমুজ্জ্বল সিরাজুল ইসলামের চিঠিটি ব্যক্তিগত হলেও স্বাধীনতাকামী যুদ্ধরত লাখো মুক্তিযোদ্ধার মনের বাসনা এতে m¯úó। চিঠিটি ড. সুকুমার বিশ্বাসের কাছ থেকে পাওয়া।

প্রিয় আব্বাজান
আমার ছালাম নিবেন। আশা করি খোদার কৃপায় ভালই আছেন। বাড়ীর সকলের কাছে আমার শ্রেণীমত ছালাম ও স্নেহ রহিলো। বর্তমানে যুদ্ধে আছি, আলী রাজা, রওশন, সাত্তার, রেনু, ইব্রাহিম, ফুল মিয়া সকলেই একত্রে আছি। দেশের জন্য আমরা সকলেই জান কোরবান করিয়াছি। আমাদের জন্য ও দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য দোয়া করিবেন। আমি জীবনকে Z"Q মনে করি। কারণ দেশ স্বাধীন না হইলে জীবনের কোন gj¨ থাকিবে না। তাই যুদ্ধকেই জীবনের পাথেয় হিসেবে নিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে মাকে কষ্ট দিলে আমি আপনাদেরকে ক্ষমা করিব না। পাগলের সব জ্বালা সহ্য করিতে হইবে, চাচা-মামাদের ও বড় ভাইদের নিকট আমার ছালাম। বড়

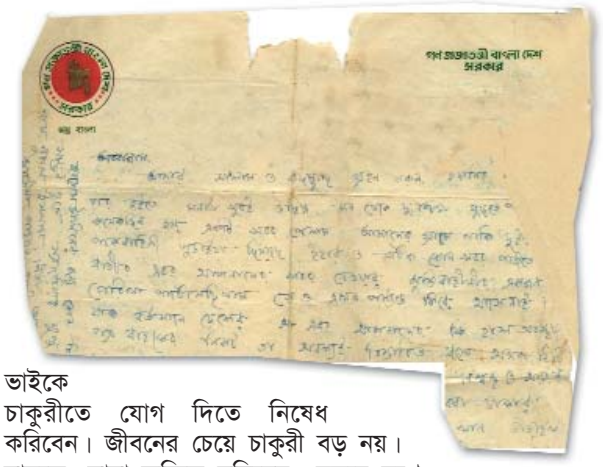

ভাইকে চাকুরীতে যোগ দিতে নিষেধ করিবেন। জীবনের চেয়ে চাকুরী বড় নয়। দাদুকে দোয়া করিতে বলিবেন। মৃত্যুর মুখে আছি। যে কোন সময় মৃত্যু হইতে পারে এবং মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত। দোয়া করিবেন মৃত্যু হইলেও যেন দেশ স্বাধীন হয়। তখন দেখবেন লাখ লাখ ছেলে বাংলার বুকে পুত্রহারাকে বাবা বলে ডাকবে। এই ডাকের অপেক্ষায় থাকুন।
আর আমার জন্য wPšÍv কোন কারণ নেই। আপনার দুই মেয়েকে ci"‡li মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। তবেই আপনার সকল সাধ মিটে যাবে। দেশবাসী, স্বাধীন বাংলা কায়েমের জন্য দোয়া কর, মীরজাফরী করিও না। কারণ মুক্তিফৌজ তোমাদের ক্ষমা করিবে না এবং বাংলায় তোমাদের জায়গা দেবে না।
ছালাম, দেশবাসী ছালাম
ইতি
মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

আল্লাহ্ তায়ালা।
অবশেষে
dvi"K|
tgv¯dvi ভাইকে চিঠি লিখিবেন না। আমাকে চিঠি দিবেন।

নাছির ভাই,
প্রীতি ও ï‡f"Qv রহিল। কেমন আছেন কোথায় আছেন জানি না। জানি মায়ের ভীষণ `i অবস্থা। তবে হাঁ এইটুকু শুনলে খুশী হব বা আমরা সার্থক হইব যদি আপনারা মায়ের মুক্তির জন্য ব্যাধির চিকিৎসা করাইতেছেন।
অবশেষে
dvi"K|

বাবা মাকে মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মনজুরের শেষ চিঠি

ঝালকাঠি জেলার একটি নিভৃত পল্লীর বাবা মা'র একমাত্র mšÍvb মনজু। মুক্তিযুদ্ধ তাকে ঘরে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। সে চলে গিয়েছিল রণাঙ্গনে। সেখান থেকে ৭ সেপ্টেম্বর '৭১ সে এই চিঠিটি তার বাবা মাকে পাঠায়। চিঠিটি ছিল তার শেষ চিঠি। সে ঠিকই gvZfwgi মায়ের খেদমত করেছিল। কিন্তু তার বাবা মা'র সাথে দেখা করার B"QwU ciY হয়নি। তিনি ১৫ অক্টোবর তুষাখালী (পিরোজপুর) যুদ্ধে পvwK¯vbx বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন । চিঠি: সংগ্রহ।

শ্রদ্ধেয় — ৭-৯-৭১
আব্বা ও আম্মা — "মনজু"

পত্রে আমার শতকোটি ছালাম গ্রহণ করিবেন। বাদ আশা করি খোদার অসীম কৃপায় ভালই আছেন। বাদ সংবাদ এই যে আজ বহুদিন হল আপনাদের কাছ থেকে এসেছি। তারপর কোন সংবাদ নিতে বা দিতে পারিনি কারণ মা আমি যদিও আপনাদের একমাত্র ছেলে তবুও কেন চলে এসেছি। মা আজকে হাজার হাজার ছেলে আমার সাথের ছাত্র একাজে। তাছাড়া বাড়ীতে থেকে পালাতে পালাতে সহ্য হয় না। বা কোথায় পালায়। তাই পালাইতে না যেয়ে এদের সাথে একত্রে আছি। আল্লাহর নাম নিয়ে পালিয়ে না থেকে ভালই আছি। খোদার কাছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে খোদার কাছে দোয়া করবেন। যেন সৎ পথে থেকে দেশের জন্য Rb¨fwg, gvZfwg মা'এর খেদমত করতে পারি, এবং যেন সফল হতে পারি। মা আমার জন্য কোনই wPšÍv করবেন না। আল্লাহর নাম নিয়ে বাদলকে নিয়ে ভালই আছি। দোয়া করবেন এবং আব্বাকেও বলবেন। সকলকেও বলবেন। আর দেশে সবার কাছে বলবেন যে আমি ঢাকা গিয়েছি। যাক, আম্মা, আব্বা আমি কয়েক দিন পরে এসে আপনাদের সাথে দেখা করব। বাকী খোদার B"Qv। দোয়া করবেন। মাঝে মাঝে চিঠি দিব। এবং সকলের প্রতি ছোট বড় শ্রেণীমতে ছালাম এবং স্নেহাশীষ রহিল। আমি ভাল আছি।

ইতি
মনজু

পাকি¯'ান ফেরত মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফাi"কের চিঠি

ওমর dvi"K সেই মাসেই পশ্চিম cwK¯vb থেকে পালিয়ে আসেন। মায়ের সঙ্গে দেখা না করেই যুদ্ধে যোগদেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ২৭ জুন '৭১ মা ও অন্যদের কাছে চিঠি লিখেন অবশেষে ৯ অক্টোবর পলাশবাড়ীতে হানাদার cwK¯vbx বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে ওমর dvi"K শহীদ হন। এই চিঠিগুলো থেকে একজন মুক্তিযোদ্ধার অতুলনীয় দেশপ্রেমের নজির পাওয়া যায়।

মা
আমার শত সহস্র সালাম ও কদমবুছি গ্রহণ করিবেন। আব্বার কাছেও Z`"c রহিল। এতোদিনে নিশ্চয় আপনারা আমার জন্য খুবই wPwšÍZ। আমি আল্লার রহমতে ও আপনাদের দোয়ায় বাংলা দেশের যে কোন এক স্থানে আছি। আমি এই মাসের ২০ হইতে ২৫ তারিখের মধ্যেই বাংলা দেশে আসিয়াছি। যাক বাংলা দেশে এসে আপনাদের সাথে দেখা করতে পারিলাম না। আমাদের নানা বাড়ীর ও বাড়ীর খবরা খবর নিম্নের ঠিকানায় লিখবেন। আমি বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এসেছি। আশা করি বাংলায় স্বাধীনতা আসিলেই আমি আপনাদের কোলে ফিরে আসব। আশা করি মেয়াভাই ও নাছির ভাই এবং আমাদের স্বজন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। যাক বর্তমানে আমি ময়মনসিংহ আছি। এখান হইতে আজই অন্য যায়গায় চলে যাব। দোয়া করিবেন।
পরিশেষে, আপনার স্নেহমুগ্ধ, dvi"K| জয় বাংলা।

মেজর রফিককে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের চিঠি

৭নং সেক্টরের ভোলাহাট সাবসেক্টরের কমান্ডার সেকেন্ড লে. (পরে মেজর) রফিকুল ইসলামকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে ১৭ নভেম্বর প্রথম চিঠিটি লেখেন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। দ্বিতীয় চিঠিটি রণাঙ্গনের না, তবে এতে ব্যক্তি জাহাঙ্গীরের ছবি পাওয়া যায়। বিজয়ের মাত্র দুদিন আগে নবাবগঞ্জ থানা মুক্ত করতে গিয়ে শহীদ হন তিনি। বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের এই চিঠি দুটি সদ্য প্রয়াত ড. মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, পিএসসির কাছ থেকে পাওয়া।

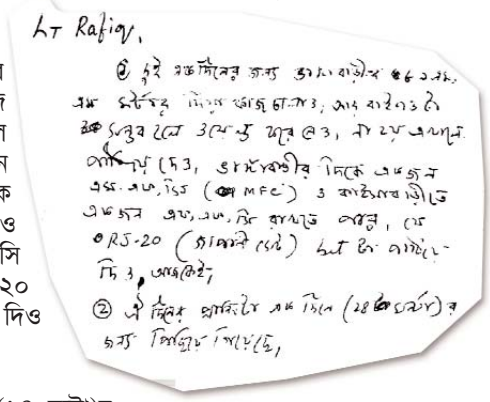

১.
দুই একদিনের জন্য ভাঙ্গবাড়ীর ৮৯ এমএম মর্টার দিয়া কাজ চালাও; আর বাইরেটা সম্ভব হলে ওয়েল্ড করে নেও, না হয় এখানে পাঠিয়ে দেও। ভাঙ্গবাড়ীর দিকে একজন এমএফসি ও কাইসাবাড়ীতে একজন এফএফসি রাখতে পার। জিরোআরজে-২০ (জাপানি সেট) সেটটা পাঠিয়ে দিও আজকেই।
২.
ঐ দিনের প্লানিংটা এক দিনে (২৪ ঘন্টা)র জন্য পিছিয়ে গিয়েছে।
এম. জাহাঙ্গীর

বাবাকে জনৈক মুক্তিযোদ্ধার চিঠি

১১ নং সেক্টরের জনৈক মুক্তিযোদ্ধা ২৫

সেপ্টেম্বর তার বাবার কাছে এই চিঠি লেখেন। একজন মুক্তিযোদ্ধার আত্মসম্মানবোধের নমুনা এ পত্র। চিঠিটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাছ থেকে পাওয়া।

আব্বাজান,
আমার সালাম ও কদম্বুছি গ্রহণ Ki“b, ইদানীং আসার পর হইতে মনটা খুবই উদ্বিগ্ন। মন থেকে `tিõŠv মুছতে পারতেছি না। কয়েকদিন হয় একটি খবর পেলাম আমাদের গ্রামে নাকি দুইটি বাড়ী পাকবাহিনী পুড়াইয়া দিয়াছে। ইহারও সঠিক কোন খবর পাইতেছি না। বাড়ীর এবং আপনাদের খবর নেওয়ার (জন্য) মুক্তিবাহিনীর একজন গেরিলা পাঠিয়েছিলাম সেও এখন chŠ ফিরে আসে নাই। যাক বর্তমানে দেশের এবং আপনাদের কি হাল অবস্থা পত্রবাহকের নিকট তা অবশ্যই we¯িwiZ বলে অথবা চিঠি লিখে দিবেন। পত্রবাহক আমাদের খুবই বিশ্বস্থ ও AŠi½ লোক। হয়ত চিনিতেও পারেন। তার আব্বা ঢাকার প্রটোকেল অফিসার জনাব ওবায়দুর রহমান খান, টাঙ্গাইল থানার ci“iv গ্রামে তার বাড়ী। তাড়া মিঞা চ্যারম্যান সাহেব টাকাটা দিয়েছেন কিনা জানি না। যদি দিয়া থাকেন তবে পত্রবাহকের নিকট এক হাজার টাকা অবশ্যই দিয়া দিবেন। আর যদি না দিয়া থাকে তবে AŠZt কমপক্ষে ছয়শত টাকা যে প্রকারেই হোক দিয়া দিবেন। এ টাকাটা আমার নয়। এই সময়েই আমাকে এই দেনা মিটাতে হবে নতুবা আমার মান ইজ্জতের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি আপনি এখানে এসে কারবার করতে চান তবে বর্ডারের নিকট বাংলাদেশ সরকার একটি নতুন বাজার বসাইয়াছেন। বাজারটি খুব চালু হইয়াছে। যে কোন কারবার এতে করা যাবে। বাজারে আমি একটি (A¯úó) বলিয়াছি। আপনি যদি আসতে চান (A¯úó)। হাসেমউদ্দিনের জন্য কোন wPšv করবেন না। সে ভালই আছে। আর একটি খবর সম্ভব হলে সত্রদরিয়ার ফুল মিঞাকে জানাইয়া আসিবেন, হাত্রাপাড়ার একটি ছেলে নাম bi“j ইসলাম। পিতা আঃ মজিদ উঃ মানী হুসেন। সে ট্রেনিং শেষ করে আসবার পথে খাসিয়া পাহাড়ে গাড়ী উল্টাইয়া যাওয়াতে মৃত্যু হইয়াছে। এখানে তাকে যথারীতি দাফন করা হইয়াছে।

লে. কর্নেল নবীকে কর্নেল শাফায়াত জামিলের চিঠি

২৮ নভেম্বর ছোটখেল অপারেশনে বুলেটবিদ্ধ হয়ে জেড ফোর্সের তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার মেজর (পরে কর্নেল) শাফায়াত জামিল ¸i“Zi আহত হলে সহযোদ্ধারা তাকে লুনি গ্রামে নিয়ে যান। সেখানে ডা. ওয়াহেদের কাছ থেকে কাগজ-কলম নিয়ে তিনি ডেল্টা †Kv¤úvwbi অধিনায়ক লে. (পরে লে. কর্নেল) নবীকে তার অনুপস্থিতিতে তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কের দায়িত্ব অর্পণসহ Ri“wi করণীয় কাজগুলোর নির্দেশ দিয়ে এ পত্রটি লেখেন। চিঠিটি ইংরেজিতে লেখা, এখানে বাংলা দেওয়া হলো। চিঠিটি লে. কর্নেল (অব.) bi“bex খান বীর বিক্রমের কাছ থেকে পাওয়া।

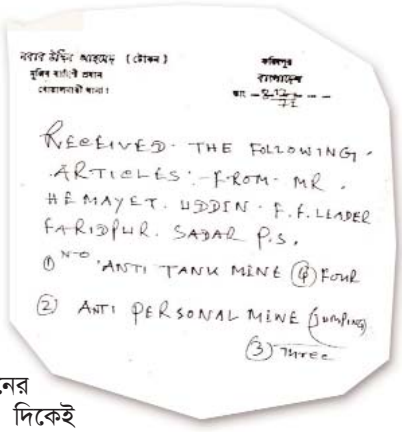

RECEIVED THE FOLLOWING ARTICLES FROM MR. HEMAYET UDDIN F.F. LEADER FARIDPUR. SADAR P.S.
(1) No 'ANTI TANK MINE (4) Four
(2) ANTI PERSONAL MINE (Jumping) (3) Three

নবী,
এক. আমি আহত, তাই আমাকে সরিয়ে আনা হয়েছে। দুই. সৈন্যদের মনোবল বাড়াবে। তারা খুব ভালো করছে। আমরা প্রমাণ করেছি যে, আমরা হামলা করতে জানি এবং লক্ষ্যবস্তু দখল করে নিতে পারি। তিন. সৈন্যদের অবস্থানের পুনর্বিন্যাস করবে এবং ছোটখেলের চার দিকেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। চার. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হবে চার দিকে ঘিরে এবং নিশ্চিদ্রভাবে। আজ দুপুরের মধ্যেই নিশ্চিতভাবে kÎ“i হামলা প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। পাঁচ. আলী আকবরের প্লাটুনের অবস্থান এবং তার চারটি সেকশনই ঢেলে সাজিয়ে নেবে। ওই Ae¯’vbwUi পুনর্বিন্যাস করে নেবে। ছয়. আরো cÖvjevi“` সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে। সাত. তুমি এখন থেকে ডাউকি সেক্টরে অবস্থানরত তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সব ইউনিট এবং বাহিনীর কমান্ডার। আট. আমার আহত হওয়ার সংবাদ সৈনিকদের দেবে না, তাদের সাহস দেবে এবং আমার ধন্যবাদ জানাবে।
মেজর শাফায়াত

শাšḯ কমিটির চিঠি

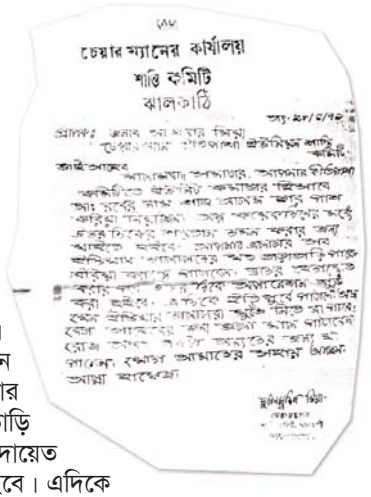

চেয়ারম্যানের কার্যালয়
শান্তি কমিটি
ঝালকাঠি

চেয়ারম্যানের কার্যালয়
kwšÍ কমিটি, ঝালকাঠি
প্রাপকঃ জনাব আজহার মিয়া
চেয়ারম্যান কীর্তিপাশা ইউনিয়ন kwšÍ কমিটি

ভাইসাহেব,
সালামবাদ সমাচার, আপনার কীর্তিপাশা কমিটিতে ইউনিট কমান্ডার হিসাবে আঃ রবের নাম শাহ আলম ছার পাশ করিয়া নিয়াছেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে উত্তর দিকের শয়তান দমন করার জন্য যাইতে হইবে। আপনার এলাকার সব ইন্ডিয়ান দালালদের যত তাড়াতাড়ি পারেন ধরিয়া K¨v‡¤ú পাঠাবেন। ওদের হেদায়েত করার পর উত্তর দিকে অপারেশন ïi“ করা হইবে। এদিকে BwZc‡é পাঠানো A¯¿ যেন ইন্ডিয়ার দালালরা খুঁজে নিতে না পারে। বেগ সাহেবের জন্য ভালো মাল পাঠাবেন। রোজ AšZ একটা অন্যদের জন্য যা পারেন। খোদা আমাদের সহায় আছেন। আল্লাহ হাফেজ।

ছলিমুদ্দিন মিয়া
চেয়ারম্যান, kwšÍ কমিটি ঝালকাঠি
তাং-.................

Kvgi“j হাসানকে
লে. কর্নেল হায়দারের চিঠি

২নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর (পরে লে. কর্নেল) হায়দার মুক্তিযোদ্ধা Kvgi“j হাসানকে ১৩ নভেম্বর এ চিঠিটি দিয়ে দেশের Af¨šÍ‡i অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন। চিঠিটি Kvgi“j হাসানের কাছ থেকে পাওয়া।

ওদের কাছ থেকে স্টেটমেন্ট রেখে ছেড়ে দিও, তারা ভালো, তোমার সাথে যেন মিলেমিশে কাজ করে। অ্যামুনেশন cvVvw”Q।
ইতি
হায়দার